ব্রিটিশ ভারতে প্রেসিডেন্সি ও রেল সংযোগ

১. বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি (Bengal Presidency)

- রেল সংযোগের সূচনা: ১৮৫৪ সালে হাওড়া থেকে হুগলি পর্যন্ত রেল চালু হয়।
- প্রধান রেল সংস্থা: ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে (East Indian Railway)
- প্রধান রুট: হাওড়া - দিল্লি, হাওড়া - আসানসোল - রানীগঞ্জ

২. বম্বে প্রেসিডেন্সি (Bombay Presidency)

- রেল সংযোগের সূচনা: ১৮৫৩ সালে বোম্বে (বর্তমান মুম্বাই) থেকে থানে পর্যন্ত প্রথম ট্রেন চালু হয়।
- প্রধান রেল সংস্থা: গ্রেট ইন্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলওয়ে (GIPR)
- প্রধান রুট: বোম্বে - নাগপুর - হাওড়া ও বোম্বে - আহমেদাবাদ

৩. মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি (Madras Presidency)

- রেল সংযোগের সূচনা: ১৮৫৬ সালে রায়পুরাম থেকে আরকোনাম পর্যন্ত ট্রেন চলাচল শুরু হয়।
- প্রধান রেল সংস্থা: মাদ্রাজ রেলওয়ে (Madras Railway)
- প্রধান রুট: মাদ্রাজ - বেঙ্গালুরু - সালেম

৪. আগ্রা প্রেসিডেন্সি (Agra Presidency)

- রেল সংযোগের সূচনা: পূর্ব ও পশ্চিম ভারতকে সংযুক্ত করতে দিল্লি ও আগ্রার মধ্যে রেল সম্প্রসারণ ঘটে।
- প্রধান রেল সংস্থা: ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে এবং পরবর্তীকালে গ্রেট ইন্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলওয়ে

প্রথম রেললাইন স্থাপনের চিন্তা (Bengal Presidency) :

বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি ছিল ব্রিটিশ ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক অঞ্চল, যার রাজধানী ছিল **কলকাতা (তৎকালীন ক্যালকাটা)**। বেঙ্গল প্রোসডেন্সিতে **১৮৪৫ সালে** "East Indian

Railway Company (EIR)" গঠিত হয়, যা ছিল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে রেলওয়ে নির্মাণের জন্য অনুমোদিত কোম্পানি।

- **১৫ আগস্ট ১৮৫৪** সালে হুগলী থেকে হাওড়া পর্যন্ত ২৪ মাইল দৈর্ঘ্যের রেলপথে প্রথম পরীক্ষামূলক ট্রেন চালু হয়। এটিই হচ্ছে **প্রথম যাত্রীবাহী রেল চলাচল।**

- এই ২৪ কিলোমিটার রেলপথ ছিল ভারতে দ্বিতীয় রেলসেবা (প্রথমটি মুম্বাইতে ১৮৫৩ সালে শুরু হয়েছিল)। এটি পরিচালনা করে **East Indian Railway (EIR)**।

- এরপর **১৮৫৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারি, হাওড়া থেকে রানীগঞ্জ** পর্যন্ত (১২১ কিমি) রেল চলাচল শুরু হয়। এটিই ছিল EIR-এর প্রথম বাণিজ্যিক রেলসেবা।

বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি ছিল রেলওয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র, যেখান থেকে পরে আসাম, বিহার, ওড়িশা এবং পূর্ব বাংলার (বর্তমান বাংলাদেশের) দিকে রেলপথ বিস্তার লাভ করে।

East Indian Railway (EIR) এর পাশাপাশি, **Assam Bengal Railway (ABR)**, **Bengal Nagpur Railway (BNR)**, **Eastern Bengal Railway (EBR)** - এসব কোম্পানি বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে বিভিন্ন সময় রেলপথ নির্মাণ ও পরিচালনায় অংশ নেয়।

- **আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি** গঠিত হয় **১৮৯২ সালে**, মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল (আসাম) এবং পূর্ববঙ্গ (বর্তমান বাংলাদেশ) এলাকায় রেল যোগাযোগ বৃদ্ধি করা। এটি **Eastern Bengal Railway** ও **East Indian Railway** থেকে স্বতন্ত্র একটি কোম্পানি হিসেবে কাজ করত। ABR এর নেটওয়ার্ক ছিল মূলত:

  - **চট্টগ্রাম** থেকে শুরু করে উত্তর-পূর্ব বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল পর্যন্ত, সিলেট, কক্সবাজার, মৌলভীবাজার এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত, এবং ভারতের আসামের বিভিন্ন শহর যেমন গৌহাটি, শিলচর পর্যন্ত।

  - ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর, আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের পূর্বাঞ্চল অংশ পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) এর আওতায় চলে যায়। পূর্ব পাকিস্তানের রেল বিভাগ হিসেবে এটির অংশ গঠিত হয় **পাকিস্তান ইস্টার্ন রেলওয়ে**।

রেলওয়ের হিসাব ব্যবস্থার সূচনা

বৃটিশ ভারতে রেলওয়ের যাত্রা শুরু হয় ১৮৫৩ সালে। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অধীন আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯২ সালে। এটি ব্রিটিশ সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত হলেও পরবর্তীকালে সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এটি চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সিলেট, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই রেলপথটি চা, কাঁচা পাট ও অন্যান্য কৃষিপণ্য পরিবহনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের হিসাব ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত শৃঙ্খলাপূর্ণ। এটি সরকারের হিসাব বিভাগের অধীন ছিল এবং রেলওয়ের সব ব্যয় ও আয় সংক্রান্ত তথ্য প্রধান হিসাবরক্ষকের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হতো। প্রত্যেকটি লেনদেন যথাযথ ভাউচার ও হিসাবপত্রের মাধ্যমে পরিচালিত হতো। এজি রেলওয়ে নামে একটি নির্দিষ্ট হিসাব সংস্থা এই দায়িত্ব পালন করত।

AG Railway (Accountant General, Railway) ছিল রেলওয়ের জন্য নির্দিষ্ট নিরীক্ষা ও হিসাব সংরক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা। এটি অডিটর জেনারেলের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতো এবং রেলওয়ের হিসাবপত্র যাচাই ও নিরীক্ষা করত। পরবর্তীতে এই দায়িত্ব FA&CAO বা Financial Adviser and Chief Accounts Officer-এর কাছে স্থানান্তরিত হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে হিসাব ব্যবস্থার পরিবর্তন ও আইবাস++ চালু হওয়ার আগে পর্যন্ত রেলওয়ের উপযোজন হিসাব এই সংস্থা দ্বারা সংকলিত হতো।

বাংলাদেশ রেলওয়ের হিসাব বিভাগের ইতিহাস মূলত ভারতীয় উপমহাদেশে রেলওয়ের বিকাশ, পাকিস্তান আমলে তার প্রশাসনিক রূপান্তর এবং স্বাধীন বাংলাদেশে তার পুনর্গঠনের ধারাবাহিকতায় গঠিত। নিচে পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের রেলওয়ের **হিসাব বিভাগের** (Accounts Department) ইতিহাস তুলে ধরা হলো:

১. ব্রিটিশ ভারত আমলে (১৮৫৩-১৯৪৭)

- রেলওয়ের হিসাব বিভাগ ছিল মূলত অঞ্চলভিত্তিক এবং ব্রিটিশ প্রশাসনের অধীনে।
- বেঙ্গল-আসাম রেলওয়ে হিসাব বিভাগ কলকাতা ও আসামের কেন্দ্র থেকে পরিচালিত হতো।
- রেলওয়ের রাজস্ব, ব্যয়, কর্মচারীদের বেতন, সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি হিসাব সংরক্ষণে আলাদা দপ্তর থাকত।

২. পাকিস্তান আমলে (১৯৪৭-১৯৭১)

- ✓ ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজনের পর পূর্ব পাকিস্তানে রেলওয়ের পরিচালনার জন্য পাকিস্তান ইস্টার্ন রেলওয়ে গঠিত হয়।
- ✓ হিসাব বিভাগ (Accounts Department) এই সময়ে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রেলওয়ের আর্থিক বিষয়াদি দেখভাল করতে শুরু করে।

৩. ১৯৭১ - ১৯৮২ - স্বাধীন বাংলাদেশ ও রেলওয়ে বোর্ডের সময়কাল

১৯৮২ সালের জুন পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ে বোর্ড গঠন করা হয়, যার নেতৃত্বে ছিলেন:

- একজন চেয়ারম্যান
- চারজন সদস্য (এর মধ্যে একজন ছিলেন সদস্য (Finance)।

Member (Finance) বা অর্থ বিষয়ক সদস্য সাধারণত রেলওয়ের সমস্ত আর্থিক বিষয় তত্ত্বাবধান করতেন। মূল দায়িত্বগুলো ছিল:

- বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন
- রেলওয়ের বার্ষিক বাজেট তৈরি করা
- বিভিন্ন প্রকল্প, রেললাইন সম্প্রসারণ বা রক্ষণাবেক্ষণ কাজে অর্থ বরাদ্দ করা
- আয় ও ব্যয়ের তত্ত্বাবধান
- টিকিট বিক্রি, মালামাল পরিবহন ও অন্যান্য আয়ের হিসাব রাখা
- কর্মচারী বেতন, যন্ত্রপাতি ক্রয়, রক্ষণাবেক্ষণ খরচ ইত্যাদির হিসাব তদারকি

- রেলওয়ের আর্থিক লেনদেন নিয়মমাফিক হচ্ছে কিনা পরীক্ষা করা

সদস্য (Finance) এর তত্ত্বাবধানে কাজ করতেন FA&CAO অফিসগুলো। সেই কাঠামো অনুযায়ী একটি FA&CAO অফিস ছিল, যেটি উভয় অঞ্চল জোনাল হিসাবসহ পরিচালনা করত। **FA&CAO-এর দায়িত্ব:**

১৯৮২ পর্যন্ত **একজন** FA&CAO **ছিলেন, যিনি রেলওয়ের সমগ্র হিসাব সহায়তা করতেন। ১৯৮২ - ৮৫ পর রেল প্রশাসনিক পুনর্গঠন শুরু হয়ে** FA&CAO **অফিস প্রায় তিনটি আকারে বিভক্ত হয়।**

Organizational Structure

The Additional Director General (Finance) of Bangladesh Railway posted by C&AG in Bangladesh Railway under the Ministry of Communication is entrusted with the responsibility of Railway Accounts. He is assisted by a Joint DG (finance) and three FA&CAO (Financial Advisors and Chief Accounts Officers), one for East Zone, one for the West Zone and the third for projects.

Railway Finance was separated from General Finance in 1924 on recommendation of a committee headed by Sir William Acworth. The Railway budget of East Bengal Railway, Pakistan Eastern Railway and afterwards, Bangladesh Railway remained separate up to 30 June 1974, when it was finally amalgamated with the general budget of the government from 1 July 1983.

The accounting principle adopted within Bangladesh Railway is both cash basis and accrual basis of accounting. Receipts and disbursements take place each month against the consolidated fund. The public accounts are sent to the government in a prescribed form known as the Monthly Account Current.

Under the authority of the **Additional Director General (Finance)**, the Bangladesh Railway operates **three FA&CAO offices**:

- FA&CAO (East) covering the Eastern Zone
- **FA&CAO (West)** covering the Western Zone
- **FA&CAO (Project)** responsible for railway-related development projects

These offices are staffed by **Deputy Financial Adviser** who oversee day-to-day payments and accounting operations.

Accounts Deptt and the Executive

The head of the Railway Administration, referred to hereafter as the General Manager, and the various executive officers subordinate to him are responsible for the construction, maintenance and operation of railways. In the proper and legitimate discharge of their responsibilities the executive officers are authorized to incur expenditure within the limits of their financial powers.

All claims against the railway arising out of such expenditure are checked (in accordance with the prescribed rules), on behalf of the Railway Administration by the Accounts Officer who arranges to liquidate claims which are found to be in order. In functioning thus and in giving financial advice to the executive, the Accounts Officer acts solely in the interest of the executive officers. The Accounts Officer should, therefore, be that of a friendly critic. The Accounts Officer should accordingly avoid all unnecessary objections and assist the executive officers to devise and follow legitimate means towards obtaining legitimate ends.

AG Railway এবং হিসাব ব্যবস্থা

রেল বিভাগের হিসাব ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল AG Railway বা অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল, রেলওয়ে।

ব্রিটিশ ভারতে রেলওয়ের হিসাব ব্যবস্থাপনার শুরুতে অ্যাকাউন্টিং কার্যক্রম পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করত অডিটর জেনারেলের দপ্তর। সে সময় রেলওয়ে সংস্থার নিজস্ব কোনো পৃথক হিসাব দপ্তর ছিল না। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রেলওয়ের বিস্তৃতি এবং ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে পৃথকভাবে হিসাব সংরক্ষণের প্রয়োজন দেখা দেয়।

AG Railway-এর দায়িত্ব ও কার্যাবলি ছিল:

1. রেলওয়ের রাজস্ব ও পুঁজি ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ।
2. কর্মচারীদের বেতন, পেনশন ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধার নিরীক্ষা।
3. মাসিক এবং বার্ষিক হিসাব প্রস্তুত করে অডিটর জেনারেলের কার্যালয়ে পাঠানো।
4. বাজেটের আওতায় ব্যয়ের তদারকি এবং অডিট রিপোর্ট তৈরি।
5. রেলওয়ের আর্থিক অনিয়ম চিহ্নিত করা এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা।

পরবর্তীতে রেলওয়ের নিজস্ব অর্থ দপ্তর সৃষ্টি হলে AG Railway-এর কাজ কিছুটা সীমিত হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের পর 'অর্থ উপদেষ্টা ও প্রধান হিসাব কর্মকর্তা (FA&CAO)' পদ সৃষ্টি হলে হিসাব প্রণয়ন ও সংরক্ষণের দায়িত্ব মূলত তাদের কাছে হস্তান্তরিত হয়। তবুও, হিসাব অডিটের ক্ষেত্রে এবং সরকারি তহবিলের সঠিক ব্যয় নিশ্চিতে AG Railway একসময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।